প্রথম অধ্যায়

সৃষ্ট ব্যক্তি হিসাবে মানুষ

(Man as a Created Person)

ক) সৃষ্ট ব্যক্তির অর্থ

মানুষ সম্বন্ধে খ্রীস্টীয় চিন্তাধারার অন্যতম প্রাথমিক পূর্ব-ধারণা *(presupposition)* হল সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরে বিশ্বাস। এই বিশ্বাস অনুসারে মানুষ আপনাআপনি বা স্বাধীনভাবে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্ট বিষয় হিসাবে বেঁচে থাকে, ***"আদিতে ঈশ্বর আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন . . . ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করিলেন"*** (আদি ১:১, ২৭)।

সৃষ্টির নিয়মানুসারে প্রতিটি সৃষ্ট বস্তু তাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। শাস্ত্র এই বিষয়ে পরিষ্কার বর্ণনা দেয়। নহিমিয় ৯:৬ পদ অনুসারে ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব হিসাবে মানুষও তার অস্তিত্বের জন্য ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। আথীনীতে পৌলের প্রচার অনুসারে ঈশ্বর সকল মানুষকে জীবন, শ্বাস ও সকল বিষয় দিয়ে থাকেন এবং তাঁতে আমরা বাস করি, চলি এবং আমাদের জীবনকে পাই (প্রেরিত ১৭:২৫, ২৮)। পৌলের কথানুসারে, আমরা আমাদের শ্বাসের জন্যও ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল, এবং কেবলমাত্র তাঁতেই আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারি। প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা তাঁর উপর নির্ভরশীল। ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত আমরা একটি আঙ্গুলও তুলতে পারি না।

কিন্তু মানুষ কেবল সৃষ্ট জীব নয়, সে ব্যক্তিও বটে *(person)* এবং ব্যক্তি হওয়ার অর্থ এক ধরনের স্বাধীনতার অধিকারী হওয়া। অবশ্য এই স্বাধীনতা চরম *(absolute)* স্বাধীনতা নয়, কিন্তু আপেক্ষিক *(relative)*। একজন ব্যক্তি হওয়ায় মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণে, লক্ষ্য স্থির করতে এবং সেই লক্ষ্যের উদ্দেশে অগ্রসর হতে সক্ষম। এর অর্থ স্বাধীনতা ধারণ করা, নিজের পছন্দকে মূল্য দেওয়া বা সেই সম্বন্ধে কাজ করতে সক্ষম হওয়া। মানুষ যন্ত্রমানব *(robot)* নয়। যন্ত্রমানবের সকল গতি সম্পূর্ণভাবে বাহ্যিক বিষয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু মানুষ নিজের সিদ্ধান্ত ও গতি নির্ধারণের ক্ষমতার অধিকারী।

মোট কথা, মানুষ একদিকে সৃষ্ট জীব এবং অন্য দিকে এক ব্যক্তি বা এক কথায় সে হল সৃষ্ট ব্যক্তি *(created person)*। মানুষের সম্বন্ধে এটি এক গভীর রহস্যের বিষয়। মানুষ কীভাবে একাধারে সৃষ্ট জীব ও ব্যক্তি হতে পারে? সৃষ্ট জীব হওয়ায় মানুষ সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল, আবার ব্যক্তি হওয়ায় সে আপেক্ষিক স্বাধীনতারও অধিকারী। সৃষ্ট জীব হওয়ায়, আমি ঈশ্বর ছাড়া একটি আঙ্গুলও তুলতে পারি না বা একটি কথাও বলতে পারি না। আবার ব্যক্তি হওয়ায়, যখন আমার আঙ্গুল তোলা হয়, তখন তা আমিই তুলি; এবং আমার মুখ থেকে যখন কোনও কথা বের হয়, তখন আমিই সেগুলি বলে থাকি। সৃষ্ট জীব হওয়ার অর্থ, ঈশ্বর কুমোর এবং আমি বা আমরা মাটি (রোমীয় ৯:২১)। আবার ব্যক্তি হওয়ার অর্থ, আমাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা আমাদের জীবনকে সাজিয়ে থাকি (গালাতীয় ৬:৬-৮)।

সাধারণ দৃষ্টিতে পরাধীনতা (নির্ভরশীলতা) এবং স্বাধীনতা দুটি পরস্পর বিরোধী বিষয়। একটি শিশু শৈশবে সম্পূর্ণভাবে তার পিতামাতার উপর নির্ভরশীল বা পরাধীন থাকে। কিন্তু আমরা জানি যে, সেই শিশু যতই বড় হয় বা স্ব-নির্ভরশীলতার পথে অগ্রসর হয়, ততই সে পিতামাতার উপর কম নির্ভর করে বা কম পরাধীন হতে থাকে। এটা আমরা খুব সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু মানুষ একদিকে সৃষ্ট জীব হিসাবে ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল এবং অন্যদিকে ব্যক্তি হিসাবে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারী। এই দুই প্রকার পরস্পর বিরোধী বিষয়ের একই সঙ্গে উপস্থিতি আমাদের বোধশক্তির পক্ষে খুবই কষ্টকর।

যদিও যুক্তি দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব, কিন্তু সমস্যার সমাধানার্থে কোন একদিককে বাদ দিলে মানুষ সম্বন্ধে বাইবেলের শিক্ষাকে উপেক্ষা করা হবে। কারণ বাইবেলে একই সঙ্গে মানুষকে সৃষ্ট জীব হিসাবে (রোমীয় ৯: ২১) এবং ব্যক্তি হিসাবে (যিহোশূয় ২৪:১৫, ২করি. ৫:২০) বর্ণনা করা হয়েছে।

রোমীয় ৮:১৫-১৬ পদে দাসত্বের আত্মা নয়, কিন্তু দত্তক পুত্রত্বের আত্মার কথা বলা হয়েছে। এই জন্য আমরা মানুষের এই দুই দিককে সমান গুরুত্ব দেব। সাধারণভাবে সকল জাগতিক মনুষ্য-তত্ত্ব *(secular Anthropology)* মানুষকে ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব হিসাবে দেখতে চায় না, ফলে মানুষ সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা দিয়ে থাকে। আবার যেখানে মানুষকে পুতুল *(puppet)* বা যন্ত্র-মানব *(robot)* হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, সেখানেও তার ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করার কারণে তা মানুষ সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা দেয় না।

খ) মানুষ সৃষ্ট ব্যক্তি হওয়ায় ঈশতত্ত্বের বিভিন্ন বিভাগের উপর প্রভাব

(১) পাপের উৎপত্তি : যদিও মানুষের পাপের উৎপত্তির কারণ আমাদের কাছে ধাঁধা থেকে যাবে, কিন্তু আমাদের বলতেই হবে যে, মানুষ পাপে পতিত হতে পেরেছিল মূলত এই কারণে যে, সে একজন ব্যক্তি। সে নিজের পছন্দ অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী ছিল। তবুও এ কথা আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, পাপ করার সময়ও মানুষ সৃষ্ট জীব হিসাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল ছিল। ঈশ্বর নিজে মানুষকে এমন শক্তি দিয়েছিলেন, যার ব্যবহারের দ্বারা মানুষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছিল। যেহেতু আমাদের প্রথম পিতামাতা সৃষ্ট ব্যক্তি হিসাবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছিল, আমরা প্রথম পাপ সম্বন্ধে ঈশ্বরের অনুমোদনকারী ইচ্ছার কথা বলে *(permissive will)* থাকি, এবং সমর্থন করে থাকি যে, এই প্রথম পাপ ঈশ্বরের কাছে বিস্ময়কর ঘটনা হিসাবে উপস্থিত হয়নি, যদিও এই ঘটনার জন্য তিনি মানুষকে দায়ী করে থাকেন।

২) পাপ থেকে মানুষের পরিত্রাণ: সৃষ্ট জীব হিসাবে পাপে পতিত হবার পর, পাপ থেকে তার মুক্তি কেবল তার সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের দ্বারাই সম্ভব। সৃষ্ট জীব হিসাবে মানুষ কেবল অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারে, অর্থাৎ ঈশ্বরের করুণার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতার দ্বারা। কিন্তু মানুষ আবার ব্যক্তি হওয়ায় তার পরিত্রাণ প্রক্রিয়ায় তার নিজস্ব ভূমিকা আছে, যা তাকে পালন করতে হয়। মানুষকে যন্ত্রমানব হিসাবে পরিত্রাণ করা হয়নি। মানুষের নিজের দায়িত্বশীল ভূমিকা আছে। পবিত্র আত্মার শক্তিতে তাকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এই সকল ব্যক্তিগত পছন্দ ছাড়া তার পরিত্রাণ সম্ভব নয়। এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর একজনকে ঈশ্বরের সহভাগিতায় ও বিশ্বাসে বাধ্যতার জীবনযাপন করতে হয়। অবশ্য, কেবল ঈশ্বরের শক্তিতেই আমরা তা করতে পারি। এই সত্য কখনও আমাদের জীবনযাপনে আমাদের দায়িত্বশীলতাকে উপেক্ষা করে না।

এ বিষয়ে উদাহরণ হিসাবে আমরা, নতুন জন্ম *(re-generation)* কীভাবে বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তা থেকে দেখতে পাই। নতুন জন্মকে পবিত্র আত্মার কাজ হিসাবে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু একে সুসমাচারের প্রচার থেকে পৃথক করলে চলবে না। কারণ এই সুসমাচার প্রচারের দ্বারাই পবিত্র আত্মা একটি মানুষকে খ্রীস্টের সঙ্গে সজীব বন্ধনে *(living union)* আবদ্ধ করে এবং তার হৃদয়কে পরিবর্তিত করে। ফলস্বরূপ, যে আধ্যাত্মিকভাবে মৃত ছিল, সে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত হয়ে ওঠে। এমন আমূল পরিবর্তন *(radical change)* কখনও মানুষের কাজের দ্বারা সম্ভব নয়, কিন্তু তা অবশ্যই ঈশ্বরের কাজের দ্বারা সম্ভব। তাই নতুন জন্মপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ***"রক্ত হইতে বা মাংসের হইতে বা মানুষের ইচ্ছা হইতে জাত নয়, কিন্তু ঈশ্বর হইতে জাত"*** বলে বর্ণনা করা হয়েছে (যোহন ১:১৩)। আবার নতুন জন্ম ব্যতীত মানুষ আধ্যাত্মিকভাবে মৃত, (ইফি. ২:৫) এবং একজন মৃত মানুষ কখনও নিজে নিজে জীবিত হতে পারে না। যেহেতু মানুষ আধ্যাত্মিকভাবে মৃত, এবং যেহেতু সে একটি সৃষ্ট জীব, তাই সে একমাত্র ঈশ্বরের অলৌকিক কাজের দ্বারা নতুন জীবন লাভ করতে পারে। ঈশ্বরের সেই কাজ এমন অলৌকিক যে, পৌল নতুন জন্মপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নতুন সৃষ্টি বলে বর্ণনা করেছেন (২করি. ৫:১৭)।

মানুষ সৃষ্ট জীব হওয়ায় সে ঈশ্বরের কাছ থেকে নতুন জন্ম পেয়ে থাকে। আবার মানুষ এক ব্যক্তি হওয়ায় তাকে বিশ্বাস করতে হয়, অর্থাৎ সুসমাচারের উত্তরে, খ্রীস্টকে গ্রহণ করার ও তাঁকে অনুসরণ করার জন্য ব্যক্তিগত সংবেদ যুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এইভাবে নতুন জন্ম ও বিশ্বাস সর্বদা একসঙ্গে কাজ করে। যোহন তাঁর সুসমাচারে এই দুই বিষয় পাশাপাশি রেখেছেন। নীকদীমকে যীশু প্রথমে বলেছিলেন যে, নতুন জন্ম না হলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পায় না (যোহন ৩:৩)। কিন্তু তারপরই তিনি নীকদীমকে বলেছিলেন, ***"ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করলেন যে, আপনার একমাত্র পুত্রকে দান করলেন, যেন যে কেহ তাঁকে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়"*** (যোহন ৩:১৬)। অর্থাৎ নতুন জন্ম পবিত্র আত্মার কাজ। নতুন জন্ম ছাড়া কেউই ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পায় না। কিন্তু যেখানে সুসমাচারের আহ্বান শ্রোতার কাছে আবেদন করে, সেখানে তা বিশ্বাসের আহ্বান করে থাকে, এবং এই আহ্বান ব্যক্তিগত আহ্বানকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। অর্থাৎ ঈশ্বর মানুষকে নতুন জন্ম দেন এবং মানুষ বিশ্বাস করে। এই দুটি বিষয় সর্বদা একই সঙ্গে অবস্থান করে থাকে।

শুদ্ধিকরণ বিষয়টিকেও আমরা এই একই আলোয় দেখতে পাই। শুদ্ধিকরণকে পবিত্র আত্মার কাজ হিসাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে এবং তা মানুষের দায়িত্বশীল অংশগ্রহণকেও অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা পবিত্র আত্মা মানুষের সত্ত্বাকে

(nature) পরিশুদ্ধ করেন এবং ঈশ্বরের প্রশংসার্থে জীবনযাপন করতে সক্ষম করেন। এই কারণে শুদ্ধিকরণ একাধারে পবিত্র আত্মার ও মানুষের কাজ। যেহেতু মানুষেরা সৃষ্ট জীব, তাই ঈশ্বর পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাদের পরিশুদ্ধ করে থাকেন। আবার আমরা ব্যক্তি হওয়ায়, আমরা নিজেরা আমাদের শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ায় দায়িত্বের অধিকারী। তাই পৌল একে পবিত্রতার নিখুঁতিকরণ বলেছেন (২করি. ৭:১)।

পৌল এ বিষয়ে ফিলিপীয় ২:১২-১৩ পদে সুন্দর কথা বলেছেন। এই পদে উল্লিখিত ক্রিয়া পদের দ্বারা *(work-out)* একজন কৃষক তার জমি চাষের জন্য যে কাজ করে থাকেন, তাকে নির্দেশ করেছেন। ***"পরিত্রাণ সাধন কর,"*** কথার অর্থ "ঈশ্বর দত্ত পরিত্রাণে কৃষিকাজ কর।" তুমি যে পরিত্রাণ পেয়েছ, তা তোমার কর্মক্ষেত্রে, খেলাধূলায়, পরিবারে, শিক্ষায়, শিল্প-কলায়, বিজ্ঞানে ইত্যাদি তোমার জীবনের প্রতিটি বিষয়ে প্রয়োগ কর। অর্থাৎ বিশ্বাসীদের পরিশুদ্ধিকরণ কাজে তাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে কাজ করে থাকেন (ফিলি. ২: ১৩)।

৩) **ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি:** খ্রীস্টীয় মনুষ্যতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করব। তবুও সংক্ষিপ্তভাবে আমরা বলতে পারি যে, পাপে পতনের ফলস্বরূপ মানুষ এক অর্থে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে হারিয়েছে। ঈশ্বরের সেবা এবং বাধ্যতার পরিবর্তে সে ঈশ্বর থেকে দূরে সরে গেছে। সে এখন প্রতিবাদী মানুষ। পরিত্রাণ প্রক্রিয়ায় ঈশ্বর তাঁর প্রতিমূর্তি অনুগ্রহ সহকারে মানুষের মধ্যে ফিরিয়ে আনেন, যার দ্বারা তিনি মানুষকে আবার ভালোবাসা, বিশ্বস্ততা এবং অপরের সেবার নিমিত্ত ঈশ্বরের ন্যায় করে তোলেন। মানুষ এক সৃষ্ট জীব হওয়ায়, ঈশ্বরের উচিত তাদের তাঁর প্রতিমূর্তিতে ফিরিয়ে আনা— অর্থাৎ এ-ও হল সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের ফল। কিন্তু মানুষ যেহেতু ব্যক্তি, সেইহেতু এই পুনঃরুদ্ধার কাজে মানুষেরও দায়িত্ব আছে। তাই পৌল বিশ্বাসীদের ঈশ্বরের অনুকারী হতে বলেছেন (ইফি. ৫:১)।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা মানুষকে সৃষ্ট ব্যক্তি হিসাবে বাইবেলের বর্ণনার পক্ষে শিক্ষা লাভ করলাম। এই শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বাস্তব। সংস্কারপন্থী *(Reformed)* বা ক্যালভিন্‌বাদের ঐতিহ্যের *(Calvinistic Tradition)* ঈশতত্ত্ববিদরা সাধারণত মানুষের সৃষ্ট জীবের দিকের উপর বেশি জোর দেন (ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা)। ফলস্বরূপ, মানুষের জীবনের উপর, বিশেষ করে তার পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে বেশি করে জোর দেয়। তাই মানুষের পরিত্রাণ প্রক্রিয়াকে মানুষের ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততার জীবন হিসাবে বর্ণনা করে। কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে "সৃষ্ট ব্যক্তি" ধারণা আমাদের ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব ও মানুষের দায়িত্ব উভয়ের বিষয়ের প্রতি সঠিক বিচার সাধন করতে সাহায্য করে।